র‍্যাবের হাতে আটকের পর মোঃ রফিকুল ইসলাম এর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ বিকেল আনুমানিক ৪.৩০টায় ঢাকা মহানগরীর ৬২০, উত্তর শাহজাহানপুর এর ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নামের মুদি দোকানের কর্মচারী মোঃ রফিকুল ইসলাম (৪১) কে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর সদস্যরা আটক করে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে।

রফিকুলের পরিবার জানায়, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ র‍্যাব সদস্যরা ৩টি পিকআপে করে রফিকুলের কাজের জায়গায় আসে এবং রফিকুলকে এলাকার লোকজনের সামনে থেকে ধরে নিয়ে যায়।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিখোঁজ রফিকুলের আত্মীয়স্বজন
- রফিকুলকে আটকের প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম

মোঃ হেলাল উদ্দিন (১৬), রফিকুলের ছেলে

মোঃ হেলাল উদ্দিন অধিকারকে জানান, তাঁদের গ্রামের বাড়ী গাইবান্ধা জেলা সদরের মৌজা মালীবাড়ী গ্রামে। তাঁর বাবা ৬২০, উত্তর শাহজাহানপুর এর ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ করতেন। তিনি বলেন, গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ বিকেল আনুমানিক ৪.৩০টায় ২৮৫/১, উত্তর শাহজাহানপুর এর ভাই ভাই স্টোরে দোকানদারী করছিলেন। তাঁর পরিচিত তাঁর কোম্পানীর এক সেলস্ম্যান তাঁকে এসে জানান, তাঁর বাবাকে র‍্যাব সদস্যরা ধরে নিয়ে

গেছে। তিনি তখনই ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যান এবং আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, র‍্যাব সদস্যরা এসে তাঁর বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর বাবার কোন খোঁজ পাননি।

অবশেষে ২২/০২/২০১১ তারিখে তাঁর বোনের স্বামী সাদা মিয়া মতিঝিল থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী (জিডি) করেন। যার নম্বর ১৫৭৪। তিনি জানান, তাঁর বাবা ছিলেন গাইবান্ধার একটি মসজিদের ইমাম।ওআল্লাহর দল্ল নামের একটি সংগঠনের সদস্য বলে অভিযোগ এনে ২০০৪ সালের ১২ এপ্রিল গাইবান্ধা জেলার মৌজা মালীবাড়ী বর্মতট জামে মসজিদ কমিটির সদস্য মোঃ জবেদ আলী বাদী হয়ে মসজিদে চাঁদাবাজি এবং জঙ্গি সংগঠনের সদস্য পরিচয়ে তাঁর বাবাসহ ২৮ জনকে আসামী করে গাইবান্ধা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন, যার মামলা নম্বর ১০; তারিখঃ ১২/০৪/২০০৪। ধারা-৩৮৫/২৯৫(ক)/৫০৬/৪২৭ দ-বিধি। মামলার এজহারে সংগঠনের নামে চাঁদাবাজি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে দূরভিসন্ধিমূলক কাজ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ক্ষতি করার অপরাধের অভিযোগ আনা হয়।

সেই মামলায় তাঁর বাবা ২১ দিন জেল খাটার পর আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পান। তাঁর বাবা এ ব্যাপারে নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিয়ে আসছিলেন। এছাড়া ২০০৭-২০০৮ এ তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চাঁদাবাজ হিসেবে সন্দেহ করে গাইবান্ধা সদর থানার পুলিশ সদস্যরা তাঁর বাবাকে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করে। তাঁর বাবার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ১১ মাস জেল খাটার পরে জেল থেকে তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন।

মোঃ সাদা মিয়া (২৮), রফিকুলের মেয়ের স্বামী

মোঃ সাদা মিয়া অধিকারকে জানান, তিনি ২৮৫/১, উত্তর শাহজাহানপুরের ভাই ভাই স্টোরের মালিক। ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ বিকেল আনুমানিক ৪.৩০টায় তীর কোম্পানীর একটি মালবাহী পিকআপ আসে এবং দুই জন লোক সেই পিকআপ থেকে নেমে তাঁর দোকানে মাল দিতে থাকে। কয়েক মিনিট পরে একজন লোক এসে তাঁকে জানায়, ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর কর্মচারী এবং তাঁর শ্বশুড় রফিকুলকে র‍্যাব সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে। তিনি তখনই ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যান এবং দোকান বন্ধ দেখতে পান।

তিনি তখন ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের পাশে উজ্জ্বল কিং টেইলার্সে যান এবং দোকানের মালিক মোঃ আনোয়ার এর সঙ্গে কথা বলেন। আনোয়ার তাঁকে জানান, সাদা পোশাক পরিহিত র‍্যাব সদস্যরা এসে রফিকুলকে ধরে নিয়ে গেছে। পাশের দোকানদার গোপাল সাদা মিয়াকে বলেন, র‍্যাব সদস্যরা তিনটি পিকআপ নিয়ে রাস্তার মোড়ে উৎসব ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি মোবাইল ফোনের দোকানের সামনে থামে। র‍্যাব সদস্যদের পিকআপ থেকে সাদা পোশাকে ২জন লোক নেমে উজ্জ্বল কিং টেইলার্সে যায়। সাদা পোশাকদারী ব্যক্তিরা সবার

সামনেই উজ্জ্বল কিং টেইলার্স এর সামনে থেকে রফিকুলকে ধরে নিয়ে পিকআপে তোলে। পিকআপ তিনটিতে সাদা পোশাকদারী ৪জন এবং র‍্যাবের পোশাকে ৬/৭ জন র‍্যাব সদস্য ছিল বলে গোপাল তাঁকে জানান। তিনি রাত ৮.০০টার দিকে ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর মালিক মালিক এএসএম সায়েম মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর শ্বশুড়কে খুঁজতে র‍্যাব-৩ এর কার্যালয়ে যান। সেখানে তাঁর শ্বশুরের সন্ধান না পেয়ে মতিঝিল থানায় যান। মতিঝিল থানায় তিনি একটি জিডি করতে চান। কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ তাঁর জিডি না নিয়ে তাঁকে আরো খোঁজাখুঁজি করতে বলেন। কিন্তু তাঁকে কোথাও না পেয়ে ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ মোঃ সাদা মিয়া আবার মতিঝিল থানায় যান এবং একটি জিডি করেন। যার নম্বর ১৫৭৪; তারিখঃ ২২/০২/২০১১। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর শ্বশুড়কে পাওয়া যায়নি বলে তিনি জানান।

এএসএম সায়েম মিয়া (৩০), ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর মালিক

এএসএম সায়েম মিয়া অধিকারকে বলেন, তিনি ৬২০, উত্তর শাহজাহানপুর এর ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর মালিক। তাঁর পরিচিত সাদা মিয়ার কাছে দোকানের জন্যে একজন কর্মচারী চান। সাদা মিয়া তাঁর শ্বশুড় মোঃ রফিকুল ইসলামকে এনে দেন। রফিকুল ইসলাম ২০০৮ সালের জুলাই মাসের ৫ তারিখে তাঁর ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে রফিকুল তাঁর দোকানে কাজ করছিলেন। তাঁর আচার আচারণ ছিল ভাল। তিনি পরে জানতে পারেন, রফিকুল ইসলামের নামে গাইবান্ধা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা রয়েছে। মামলায় রফিকুল জামিনে রয়েছেন। রফিকুল নিয়মিত মামলায় হাজিরা দিতে যেতেন।

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ বিকাল ৪.৪৫টায় সাদা মিয়া তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, রফিকুলকে দোকান থেকে র‍্যাব সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে। তিনি বিকাল ৫.০০টার দিকে তাঁর দোকান ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আসেন এবং আশপাশের দোকান উৎসব ইন্টারন্যাশনাল, উজ্জ্বল কিং টেইলার্স, পাঁপড়ী টেইলার্স এর কর্মচারীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, র‍্যাবের পোশাক পরিহিত এবং সাদা পোষাকে অস্ত্র হাতে র‍্যাব সদস্যরা তিনটি পিকআপ নিয়ে আসে এবং রফিকুলকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি রাত ৮.০০টার দিকে সাদা মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে রফিকুলকে খুঁজতে র‍্যাব-৩ এর কার্যালয়ে যান। সেখানে রফিকুলকে না পেয়ে তাঁরা মতিঝিল থানায় যান এবং জিডি করতে চান। কিন্তু মতিঝিল থানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের জিডি না নিয়ে আরো খোঁজাখুঁজি করতে বলেন।

মোঃ আনোয়ার হোসেন (২৮), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ আনোয়ার হোসেন অধিকারকে জানান, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ বিকাল ৩.৩০টার দিকে তিনি উজ্জ্বল কিং টেইলার্সের দোকান খুললে তাঁর পরিচিত এবং পাশের দোকানদার রফিকুল ইসলাম তাঁর দোকানে আসেন। বিকাল ৪.৩০টার দিকে সাদা পোশাকে অপরিচিত দুইজন লোক তাঁর টেইলার্সে আসে। আগন্তুক লোক দুইজন তাঁর কাছে জামা বানাতে কত টাকা

মজুরি নেয়া হয় তা জানতে চায়। পরে আগন্তুক দুইজন লোক রফিকুলকে আটক করে এবং তাঁর হাতে হাতকড়া পরায়। তিনি তাদের কাছে জানতে চান, তারা কারা এবং রফিকুলকে কেন আটক করা হয়েছে। কিন্তু ওই লোকেরা তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে রফিকুলকে নিয়ে চলে যায়। তিনি তাদের পেছনে পেছনে ঁেহটে রাস্তার মোড়ে যান। সেখানে তিনি গিয়ে দেখতে পান যে, র‌্যাব এবং সাদা পোশাকের কিছু লোক তিনটি পিকআপ ভ্যান নিয়ে এসেছে। সবার হাতেই অস্ত্র রয়েছে। তারা রফিকুলকে পিকআপ ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে যায়।

মোঃ শওকত আলী, উৎসব ইন্টারন্যাশনালদোকানের মালিক

মোঃ শওকত আলী অধিকারকে বলেন, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ বিকাল ৪.০০টার দিকে তাঁর দোকানের সামনের রাস্তায় তিনটি র‌্যাবের পিকআপ আসে। পিকআপগুলোতে সাদা পোশাকে কয়েকজন এবং র‌্যাবের পোষাকে ৬/৭জন লোক অস্ত্র হাতে পিকআপ থেকে নামে। কিছুক্ষণ পরেই সাদা পোশাকে ২জন লোক গিয়ে পাশের দোকানের কর্মচারী রফিকুল ইসলামকে ধরে পিকআপে নিয়ে তোলে এবং প্রায় আধাঘন্টা পর পিকআপগুলো নিয়ে র‌্যাব সদস্যরা চলে যায়। তিনি বলেন, পিকআপগুলোতে শুধু র‌্যাব লেখা দেখেছেন কিন্তু আর কি লেখা ছিল তা তাঁর মনে নেই।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ রফিকুল ইসলাম, কমান্ডিং অফিসার, র‌্যাব-৩, টিকাটুলী, ঢাকা

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ রফিকুল ইসলাম অধিকারকে জানান, গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ র‌্যাব সদস্যরা ৬২০, উত্তর শাহজাহানপুর এলাকা থেকে মুদি দোকানদার মোঃ রফিকুল ইসলাম নামে কোন ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার করেনি।

কমান্ডার এম সোহায়েল, পরিচালক, লিগ্যাল এণ্ড মিডিয়া উইং, র‌্যাব ফোর্সেস হেড কোয়াটারস্, ঢাকা

কমান্ডার এম সোহায়েল অধিকারকে জানান, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ র‌্যাব সদস্যরা ৬২০, উত্তর শাহজাহানপুর এলাকা থেকে মুদি দোকানদার মোঃ রফিকুল ইসলাম নামে কোন ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার করেনি।

এসআই মোকাররম হোসেন, মতিঝিল থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা

এসআই মোকাররম হোসেন অধিকারকে জানান, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে ২৮৫/১, উত্তর শাহজাহানপুর এর ভাই ভাই স্টোর এর মালিক মোঃ সাদা মিয়া থানায় একটি জিডি করেন। জিডি নম্বর ১৫৭৪; তারিখঃ ২২/০২/২০১১। জিডিতে সাদা মিয়া উল্লেখ করেন ৬২০, উত্তর শাহজাহানপুর এর ইসলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর কর্মচারী তাঁর শ্বশুড় রফিকুল ইসলামকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ বিকাল ৪.৩০টার দিকে র‌্যাব সদস্য পরিচয়ে একদল লোক ধরে নিয়ে গেছে। তিনি এই জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে সকল থানায় রফিকুলকে সন্ধান করার জন্যে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে র‍্যাব সদস্য, পুলিশ সদস্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে অমিল লক্ষ্য করা যায়। র‍্যাব এর বক্তব্য অনুযায়ী ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ র‍্যাব সদস্যরা ৬২০, উত্তর শাহজাহানপুর এলাকা থেকে মুদি দোকানদার মোঃ রফিকুল ইসলাম নামে কোন ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার করেনি।

কিন্তু অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে জানা যায়, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ র‍্যাব সদস্যরা ৬২০,উত্তর শাহজাহানপুর থেকে প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনে থেকে মুদি দোকানদার মোঃ রফিকুল ইসলামকে তুলে নিয়ে গেছে। মতিঝিল থানার এসআই মোকাররম হোসেন জানিয়েছেন যে, রফিকুলের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটি থানায় জিডি হওয়ার পর তিনি সব থানায় বার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছেন। যদিও তাঁরা প্রথমবার তাঁদের কাছে যাওয়া হলেও জিডি গ্রহণ করেননি। এই রিপোর্ট লেখা পযর্ন্ত সময়ে রফিকুলের কোন সন্ধানও তাঁরা পাননি।

অধিকার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে নিখোঁজ মোঃ রফিকুলকে উদ্ধার এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-